

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৫ বৈশাখ, ১৪১৪ বাং/১৮ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রীঃ

নং ৭ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ বৈশাখ, ১৪১৪ বাং তারিখ মোতাবেক ১৮ এপ্রিল, ২০০৭ ইং তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৭, ২০০৭

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এ অধ্যাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ, ধারা ২ এর বিধান ব্যতীত, অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের ধারা ২, ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের—

(ক) বিদ্যমান ধারা ১৮ উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

“(২) কমিশনের কোন কর্মকর্তা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের আবশ্যিক পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ হইতে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সময়কালে, যদি এমন কোন কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন যাহা আইনের উদ্দেশ্য ও কমিশনের কার্যাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ, তাহা হইলে কমিশন উক্ত কর্মকর্তার অনুরূপ কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতার প্রয়োগকে ভূতাপেক্ষ (*ex post facto*) অনুমোদন জ্ঞাপন করিতে পারিবে।”।

৩। ২০০৪ সনের ৫ নং আইন এর ধারা ২১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নতুন ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“২১। গ্রেফতারের বিশেষ ক্ষমতা।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের কোন কর্মকর্তার যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি তাহার নিজ নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক বা দখলদার যাহা তাহার ঘোষিত আয়ের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এবং যাহা ধারা ২৭ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন এজহার দায়ের হইবার পূর্বেই অনুসন্ধানের প্রয়োজনে আবশ্যিক হইলে উক্ত কর্মকর্তা, কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া, উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।”।

৪। ২০০৪ সনের ৫ নং আইন এ নতুন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“২৮ক। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (*cognizable*) এবং জামিন অযোগ্য (*non bailable*) হইবে।”।

৫। ২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ৩২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নতুন ধারা ৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“৩২। কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের অনুমোদন (sanction) ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত পরিসমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রের একটি কপি প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিবে।”।

৬। ২০০৪ সনের ৫ নং আইনে নতুন ধারা ৩৪ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ৩৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“৩৪ক। বিধির অবর্তমানে আদেশ দ্বারা কার্য নিষ্পন্নকরণ।—(১) এই আইনের অধীন কোন কার্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিবার বিধান থাকিবার ক্ষেত্রে, যদি তদুদ্দেশ্যে কোন বিধি প্রণীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন তদকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা উক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ এই ধারা কার্যকর হইবার ০১ (এক) বৎসর পর পর্যন্ত প্রদান করা যাইবে।”।

৭। ২০০৪ সনের ৫ নং আইনের তফসিলের সংশোধন।—উক্ত আইনের তফসিলের দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(খখ) মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৭ নং আইন);”।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখঃ ১৮-০৪-২০০৭ ইং  
০৫-০১-১৪১৪ বাং।

নাসরিন বেগম

যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস,  
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।